আপনার জীবনে যাই হোক না কেন নামায পড়ুন ...

দ্বীনের খেদমতে আমার একটি ছোট প্রচেষ্টা : Aazeen Of Islam

লিখার উদ্দেশ্য : "আমার এই লিখাটি পড়ে যদি একজনও অনুপ্রেণিত হয় সেটিই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া"

আপনি জীবনে যত খারাপ কাজ করুন না কেন এবং সেটির পরিমান যতই বেশি হোক না কেন,নামায পড়ুন।

কোন অবহেলা নয় ⋯

আপনারা (ভাই ও বোনেরা) উভইয় বলবেন ভাই,আমি তো সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের পথে চলতে পারি না ⋯

ভাই আমি তো টাকনুর উপর কাপড় পড়ি না ⋯

ভাই আমিতো হারাম খাই ⋯

আমিতো নেশা করি ⋯

আমিতো গান,নাচ ও বাদ্যযন্ত্র নিয়েই সারাদিন পড়ে থাকি⋯

মাহরাম নন-মাহরাম মেনে চলা হয় না ...(ফ্রি মিক্সিং)

ভাই আমিতো ইচ্ছা থাকার সর্তেও ও হিজাব মেইন্টেইন করতে পারছি না ⋯

মাহরাম নন-মাহরাম মেনে চলা হয় না ...(ফ্রি মিক্সিং)

আমি বলবো আপনি নামায পড়ুন,এটির সাথে কোন ওজর দেখানো চলবে না।

ভাই আমিতো বেশির ভাগ সময় বাহিরে থাকি ,যখন আজান দেয় তখন মসজিদ সামনে থাকে না ,বাসে থাকি ,ট্রেনে থাকি ,প্লেনে থাকি ,আমার'তো অযু নেই ,অযুর জন্য পানি নেই।

আমি বলবো ,তায়াম্মুম করে নিন বাসে ,ট্রেনে ,প্লেনে যেখানেই থাকুন আগে নামযের সময় হলে নামায পড়ুন।

আল্লাহ নামাযকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন আমাদের জন্য,

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে মানুষের কতটুকু বা সময় লাগে ২৪ ঘন্টায় এক দিন তার ভিতর বড় জোড় ১ ঘন্টা বা তারও কম সময়।

আমরা কি আসলেই পাড়ি না আমাদের পালনকর্তা ও রিযিকদাতার জন্য দিনে শুধু ১ ঘন্টা সময় ব্যায় করতে ।

আচ্ছা তাও যদি না পারেন তাহলে অন্তত্য পক্ষে ১৭ রাকাত ফরয দিয়ে ই না হয় শুরু করুন ,তাও নামায পড়ুন

আপনি জানেন পবিত্র কোরআনে নামাযের কথা কত বার উল্লেখ করা মোট ৮২ বার,তাও কেন আমরা পারছি না আজ নামায পড়তে ??

আপনার জীবনে যাই ঘটুক না কেন নামায ছাড়বেন না।

অনেকেই বলবে আমিতো অনেক পাপ কাজ করি তাহলে কিভাবে পাপ কাজের পাশাপাশি আমি নামায পড়তে পাড়ি ?

এটি কি নামযের প্রতি অসম্মান জনক না আর লোকেরাও তো আমাকে খারাপ বলবে ভন্ড ধার্মিক বলবে।

(শয়তানের অন্যতম ওয়াসওয়াসা যা আপনি নিজ দায়িত্বে মন থেকে'তো অনুভব করবেনই এবং আপনার আশেপাশের লোকেরাও যারা ধার্মিক কম দুনিয়াবী বেশি তারাও কম গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই কাজটিতে)

আমি বলবো না পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যই আমরা নামায পড়ি ,

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ-

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের অভিমত কী, যদি তোমাদের কারো দরজায় একটি পানির নহর থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে, তার শরীরে কি কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে?
তারা (সাহাবীগণ) উত্তরে বললেন, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ এরূপই।
বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তার পাপসমূহ মিটিয়ে দেন।
(সহীহ বুখারী: ৫২৮, সহীহ মুসলিম: ৬৬৭)

যেহেতু আমরা মানুষ আমরা নিখুঁত নই আমরা সবাই পাপী।

কোন না কোন ভাবে আমরা অন্যায় করেই ফেলি তাই আমাদের নামায পড়তে হবে।

আল্লাহ বলেছেন "নামায মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে"

[সূরা আল আনকাবুত-৪৫]

তাই আপনি আজ থেকেই নামায শুরু করুন।

অনেক সময় লোকেরা বলে দেখি আমি আগে আমার জীবনকে সোজা পথে নিয়ে আসি, একটি রুটিনে নিয়ে আসি এবং এর পর থেকেই ইনশাল্লাহ নামায পড়া শুরু করবো।

তাদের আমি বলবো ,

“প্রিয় আপনি কখনো সোজা পথে বা রুটিনে আসতে পারবেন না,যতক্ষন না আপনি নামায পড়ছেন”

আমরা নামায পড়িই এর জন্যই যেন আমরা আমাদের জীবনকে সোজা পথে আনতে পারি।

কখনো কোন চিন্তা বা মানুষকে আপনার আর আল্লাহর মাঝে আসতে দিবেন না

“নামায পড়ুন”।

আপনি যেখানেই থাকুন, যে কোন আবস্থাতেই থাকুন না কেন নামায পড়ুন।

অনেক সময় কতগুলো মানুষ আপনাকে বলবে ,বোন /ভাই আপনি একজন ভন্ড ধার্মিক , আপনি হিজাব পড়েন না ,আপনি দাড়ি রাখেন না কিন্তু নামায পড়ছেন কেন ?? কিংবা আপনিতো অনেক পাপ করেছেন নামায পড়েইবা কি লাভ,

আল্লাহ কি আপনাকে ক্ষমা করবে ?? ইত্যাদি,ইত্যাদি

আবার অনেকে’তো আরেক ধাপ এগিয়ে এটিও বলে বসে আল্লাহতো দয়ালু নামায না পড়লেও হয় জাস্ট ইমান ঠিক রাখলেই হলো নাউজুবিল্লাহ কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাই নামায না পড়ে মানুষ ইমান কিভাবে ঠিক রাখে।

আপনার উত্তর তাদের প্রতি হওয়া উচিত ভাই/বোন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ঠিক আছে আমি একজন ভন্ড আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক ,নামায হচ্ছে আমার ও আল্লাহর মাঝের বিষয় এটি অন্য কারো ব্যাক্তিগত ব্যাপার নয়।

রাসূল সাঃ বলেছেনঃ "আমাদের (মুসলিম) ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য হলো নামায"

[মুসলিম -১৪৯]

কিয়ামত দিবসে প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাওয়া হবে আপনি নামায পড়েছিলেন কিনা ??

আপনি যদি এই প্রশ্নে উর্তীণ হতে পারেন তাহলে আপনার জন্য সামনের ধাপগুলো সহজ হয়ে যাবে।

আর পক্ষান্তরে আপনি যদি এর উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে যান তাহলে সামনের ধাপগুলো আপনার জন্য খুবই ভয়ংকর হবে।

তাই নামায পড়ুন তাহলেই একমাত্র আপনারা আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

নামায পড়াড় মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের নৈকট্য লাভ করতে পারবেন।

"কল্পনা করে দেখুন আপনার বন্ধু আল্লাহ"

সম্পদ, প্রাচুর্য ,টাকা এগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন না ,কারণ এই পৃথিবী ও জান্নাত সমূহে যা কিছুই আছে সব কিছুই তাঁর অধিভুক্ত।

আপনি একজন অসীম শক্তির অধিকারী হবেন যখন আল্লাহ আপনার সাথে থাকবেন।

তাই প্রিয় ভাই ও বোনেরা আপনার জীবনে যাই কিছু ঘটুক না কেন নামায ত্যাগ করবেন না।

আল্লাহর রাস্তা থেকে কোন কিছু যেন আপনাকে সরিয়ে দিতে না পারে।

আপনি জানেন কি যখন আপনার মাথা আপনি নামাযের সিজদায় ঠেকান তখন আপনি আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থায় থাকেন

[মুসলিম খন্ড ৪,হাদীস ৯৭৯]

তাঁর কাছে কাঁদুন ,তাঁর কাছে ভিক্ষা চান আল্লাহর কাছে পথ নির্দেশনা চান তাহলে আপনি নামাযের মাঝে আনন্দ খুঁজে পাবেন।

আল্লাহতাআলা আমাদের সকলে তাঁর ইবাদাতের মাধ্যমে কবুল করুক

"আমীন"

www.aazeenofislam.com

Our Facebook Group

আমরা এই গ্রুপে ইসলামিক বই এর PDF গুল দিয়ে থাকি।

Our Facebook Page

Our YouTube Channel